সচন্দন পুষ্প।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

"তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"।

কলিকাতা,

২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১৩০০।

মূল্য /০ এক আনা।

উৎসর্গ।

তাঁহার পূজার জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল, হৃদয় পিপাসিত; তুমি পূজা করিবে বলিয়া, তোমার জন্য এই সচন্দন পুষ্প আনিয়াছি। অতি সামান্য হইলেও, ভক্তের পূজা দেবতার মঙ্গল-চরণে স্থান পাইয়া থাকে। এই সচন্দন পুষ্প তোমার ভক্তিতে মিশিয়া তাঁহার চরণে উৎসর্গীকৃত হইবে, সেই আশায় তোমারই জন্য এই "সচন্দন পুষ্প।"

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম-পূজার নিমিত্ত সচন্দন পুষ্পের আয়োজন করিয়াছি। এই ফুলগুলির অধিকাংশই ভক্ত-হৃদয়-কানন-জাত। সুঘ্রাণ দেখিয়া সযতনে উত্তোলন করিয়াছি। আশা করি এই "সচন্দন পুষ্প" পূজার উপযুক্ত হইবে—ব্রহ্মোপাসকদিগের নিকট আদৃত হইবে।

সচন্দন পুষ্প।

সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বতই বোধ-গম্য হয়, ইহাতে সন্দেহ হইবার কিছুই নাই। এক মহান্ ইচ্ছা প্রকৃতির অন্তরালে প্রকাশ পাইতেছে। এই বিশাল বিশ্বসংসার আলোচনা করিলে তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের বিলক্ষণ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। আমরা যদ্যপি পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে যাই, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গল ভাব ধারণ করিয়া তৎপরে তাঁহার অন্যান্য স্বরূপে বিশ্বাস সংস্থাপন করি। তিনি বর্ত্তমান আছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত মঙ্গলভাব সকলও অনন্ত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; আমরা প্রত্যেক বিষয়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। জড় এবং জীব সকলে মিলিত হইয়া সেই জ্ঞান স্বরূপ এবং মঙ্গল স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মানুষ অপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার অনন্ত জ্ঞান এবং পূর্ণ মঙ্গল ভাব কি অবগত হইতে সক্ষম হইবে? তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব যদ্যপি পরিমিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিয়া সহজেই তাঁহাকে জানা যাইত; কিন্তু তিনি সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পরিমিত বা অপূর্ণ নহেন। তিনি অপরিমেয়, পরিপূর্ণ। যিনি ঈশ্বর, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর তিনি যে সীমাবদ্ধ, পরিমেয় এবং দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ ইহা কখনও মনে উদয় হয় না। তাঁহার স্বরূপ অনন্ত। যখন তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত মঙ্গল ভাব একত্রিত হয় তখন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, অপরিমিত জ্ঞানবিশিষ্ট, পূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট; তুমি নিরবয়ব, এক মাত্র।

যখন তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ এবং অনন্ত ভাব একত্রিত হয়, তখন তাঁহাকে পূর্ণ মঙ্গল বলা যায়। যিনি অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ তিনিই পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ; তিনি অপরিমিত মঙ্গল ভাব বিশিষ্ট, তিনি নিষ্পাপ, নির্ব্বিকার, নির্দ্দোষ, সুন্দর, প্রেমস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। তিনি জগতের সমুদায় মঙ্গলের এক মাত্র কারণ। তিনি মঙ্গল স্বরূপ, এজন্য জগতের প্রত্যেক কার্য্য মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গল ভাব অসীম, এজন্য তিনি পূর্ণ মঙ্গল।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—পরিমিত শক্তির অধীন নহেন। তাঁহার অপরিমিত শক্তি-প্রভাবে সৌরজগৎ, জড় এবং জীব স্ব স্ব শক্তি ধারণ করিয়া যথানিয়মে নিয়ত আকৃষ্ট রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জন্য এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়া-

ছেন—ইহাতে অন্য শক্তির যোগ নাই; ইচ্ছা করিলে এখনি প্রলয় উপস্থিত করিতে পারেন। বিশ্বস্থ এই সমুদয় বিচিত্র ব্যাপার, এই মুহূর্ত্তে ধ্বংসে পরিণত হইতে পারে। "যাঁহার শক্তি হইতে সৃষ্ট বস্তু স্ব স্ব শক্তি লাভ করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যদি তিনি সংহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই সমুদয় বস্তু স্ব স্ব শক্তির সহিত তাঁহার সেই অনন্ত শক্তিতে লয় হইবে।" কিন্তু সেই মহান্ শক্তির কখনও ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই। তিনি অদ্যাপি যেমন বর্ত্তমান রহিয়াছেন,—যখন একগাছি তৃণ মাত্রও সৃষ্ট হয় নাই তখনও তদ্রূপ বর্ত্তমান ছিলেন, এবং যদ্যপি কাল সহকারে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া সকলি বিনষ্ট হয়, তথাপি তিনি সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবেন। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি ধ্রুব।

তাঁহার অনন্ত ভাব কালের সহিত সংযুক্ত হইলে তিনি নিত্য শব্দে অভিহিত হয়েন। তিনি একই ভাবে সর্ব্বকালে সমভাবে বিদ্যমান—পুরাকালে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি ভাবে বর্ত্তমান আছেন। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাববিশিষ্ট, নিত্য, ধ্রুব এবং অনাদ্যনন্ত। আদি হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান থাকিবেন।

তিনি সর্ব্বব্যাপী—কোনও দেশে বা স্থানে সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ নাই। যেখানে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিব, সেই খানেই তাঁহার সন্ধান পাইব। মুসলমানের মক্কা, ইংরাজের পেলেষ্টাইন, কিম্বা হিন্দুর বৃন্দাবনে তাঁহার বিশেষ কোনও আসন নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রই বিরাজমান। সন্তান

যেথান হইতে তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহার উত্তর দিবেন। প্রত্যেক মানুষের দেহ এক একটি দেব মন্দির, আত্মা, তাঁহার বসিবার আসন। ভক্ত! মন্দির অন্বেষণ করো, দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে। তিনি সর্ব্বব্যাপী, অপরিসীম—কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

তিনি নিয়ন্তা, সকলের নিয়ন্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহারই নিয়মানুযায়ী সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে, তিনি না থাকিলে কিছুই থাকিত না। তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপ প্রদান করিতেছে; চন্দ্র সুস্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নায় চরাচর আলোকিত করিতেছে; মেঘ যথানিয়মে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে; বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রাণীপুঞ্জের জীবন রক্ষা করিতেছে; এবং আরও সহস্র সহস্র উপাদান নিয়ন্তার নিয়মাধীন হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত রহিয়াছে। সকলি তাঁহার আশ্রিত।

তিনি স্বয়ং সকলের আধারভূত, এজন্য তিনি সর্ব্বাশ্রয়। সৃষ্ট বস্তু যে কিছু মঙ্গল উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্ত করিতে হইলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে সেই সকলি সর্ব্বাশ্রয় মঙ্গলময়ের আশ্রয়ে আশ্রিত। নচেৎ তিনি যে, সকল শক্তির মূল শক্তি, এবং সমস্ত আধারের মূলাধার, একথা বলিতে পারা যাইত না।

তিনি নিরবয়ব—তাঁহার কোনও অবয়ব নাই। তা বলিয়া তিনি শূন্য, বায়ু, আকাশ বা অন্ধকারের ন্যায় কোনও

অবস্তু নহেন। তিনি নিরাকার জ্ঞান পদার্থ কিন্তু আমাদিগের মানসিক কোনও প্রকার ভাবের ন্যায় নহেন। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ। তিনি জড় বস্তুর ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট কিম্বা আকাশাদির ন্যায় কোন অবস্তু নহেন। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোনও আকার নাই।

তিনি নির্ব্বিকার—তাঁহাতে কোনও বিকার নাই। শরীর এবং মনের বিকার যেমন রোগ ও পাপ; তাঁহাতে তদ্রূপ রোগ বা পাপের লেশ মাত্র নাই। এই জন্য তাঁহাকে পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ বলা যায়। তিনি শরীর বিহীন, ইন্দ্রিয়াদি বিহীন এবং শারীরিক প্রাণ বিহীন। এজন্য জরা ও মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

তিনি একমাত্র, অদ্বিতীয়, কাহারও সহিত তুল্য হইতে পারেন না। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। তাঁহার ন্যায় আর কেহ বা তাঁহাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও শক্তিশালী অন্য কেহ নাই—এজন্য তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়।

তিনি স্বতন্ত্র,—কাহারও সহিত সংযুক্ত নহেন। তাঁহার গুণ কিম্বা শক্তি অন্য শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হয় নাই। তিনি স্বয়ং পূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট। তিনি স্বহস্তে জগৎ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও সাহায্য নাই। কেহ তাঁহার নিয়ন্তা নাই, তিনি কাহারও অধীন নহেন—বরং আর সকলে তাঁহার অধীন।

তিনি পরিপূর্ণ—তাঁহার সংকীর্ণতা নাই। তিনি সীমাবদ্ধ

বা পরিমাণ বিশিষ্ট নহেন। তিনি আকাশ অপেক্ষা উচ্চ এবং সমুদ্র অপেক্ষা গভীর। আমরা কাহারও সহিত তাঁহার উপমা করিতে পারি না।

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত জীবনের কি স্বার্থকতা সম্পাদন হইতে পারে? তাঁহারই কৃপায় আমাদের অস্তিত্ব, যদি জীবিত থাকিতে হয় তবে তাঁহাকে ভুলিয়া এক মুহূর্ত্তও নহে। তিনি কি আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার বিন্দুমাত্রও অধিকার প্রদান করেন নাই? প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কার্য্যে আমরা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি। এক মুহূর্ত্তও তাঁহার করুণার কথা না ভাবিয়া আমাদিগের নিরস্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে জ্ঞান দিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া এবং উপলব্ধি করিয়া এখানে কৃতার্থ হইতেছি। সামান্য জ্ঞানের সহিত তাঁহার অসীম জ্ঞান কি অত্যাশ্চর্য্যরূপে সংযোজিত রহিয়াছে, আমরা কেন তাহা চিন্তা করিতেছি না? চক্ষু উন্মীলিত করিলেই তাঁহার যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, করুণা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি চারিদিকে অনন্ত মূর্ত্তিতে সুশোভিত রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব তাঁহার উপাসনা ব্যতীত এ শুষ্ক জীবনে কি প্রয়োজন? তাঁহার অতুল প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া যদি তাঁহাকে না জানিয়া বা না ভাবিয়া ভুলিয়া থাকি, তবে এ জীবন বহন করিবার কি প্রয়োজন?

উপাসনা ব্যতীত জীবন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বিবিধ মণিমাণিক্যখচিত সুরম্য অট্টালিকার মধ্যে অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগেরও জীবন উপাসনাভাবে অন্ধরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। এই জীবন অনন্ত উন্নতিশালী কিন্তু উপাসনা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অনন্ত উন্নতি চিরদিনের জন্য খর্ব্ব হইয়া থাকিবে। উপাসনা ব্যতীত তাঁহার নিকট পঁহুছিতে পারা যাইবে না।

তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিতে করিতে তবে তাঁহার অনন্ত মধুরতা বুঝিতে সক্ষম হইব। নচেৎ এক্ষণে তিনি ত শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। এই চক্ষু সৃষ্ট পদার্থ সকলি দেখিল কিন্তু সে ব্রহ্মকে দেখিতে পাইল না। এই কর্ণ কত কথা শ্রবণ করিতেছে কিন্তু কখনও ব্রহ্মধ্বনি শ্রবণ করিতে সক্ষম হইতেছে না।

ঈশ্বর-উপাসনা ইহা আত্মার এক মহৎ ব্যাপার। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহার নিকট অগ্রগামী হইতে পারে না। ইহজীবনে যিনি সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, হিতকারী ও একমাত্র প্রিয়তম বলিয়া বুঝিয়া তাঁহার উপাসনার নিমিত্ত তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টরূপে অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার কৃপা ভিক্ষা ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার অন্যবিধ উপায় আর কিছুই নাই। তাঁহারই উপর নির্ভর, ইহা ধর্ম্ম লাভের অদ্বিতীয় পথ। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে প্রকৃত উপাসনা হয় না।

আমরা তাঁহারই সন্তান। তিনি অমৃতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ। আমরা তাঁহারই গুণের অধিকারী, তিনি আমাদিগকে দেবপ্রকৃতি দান করিয়াছেন। তবে আমরা কিরূপে সেই স্বর্গীয়ভাব, পাপ-সাগরে পরিচালিত করিব?

উপাসনা কি? ব্রহ্মোপাসনা কি? ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন কি? এই সকল বিষয় ইহাতে সুস্পষ্ট আলোচিত হইতেছে। শরীর রক্ষার্থ অন্ন জল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যের যেরূপ আবশ্যক; জীবাত্মার ক্ষুধা নিবারণ ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত উপাসনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়েরও তদ্রূপ প্রয়োজন। উপাসনা ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, উপাসনা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন লাভ হইতে পারে না। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মবীজ সকল অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু উপাসনা ব্যতীত সে আগুন জ্বলিয়া উঠে না, ব্রহ্ম সংস্পর্শ ব্যতীত সে জীবন্ত ধর্ম্মোৎস উদ্দীপিত হয় না। সেই অনন্ত ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, প্রেম, দয়া, পুণ্য প্রভৃতি অসংখ্য স্বরূপ বিস্তার করিয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আমরা তাহা সুস্পষ্ট প্রতীতি করিতেছি। সেই সত্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সত্তা উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান, সেই অনন্ত জ্ঞানের আভাস মাত্র। সেই মহান্ পুরুষের অতলস্পর্শ প্রেম-সিন্ধুর একটি বিন্দুমাত্র আমাদের অন্তরে নিহিত। আমরা তাঁহার বিষয় যাহা কিছু উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই, ইহাতে তাঁহার বিষয় কি বা জ্ঞাত হইতেছি। তিনি আমাদের সম্মুখস্থ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং এই শরীরের মধ্যে প্রাণরূপে

স্থিতি করিতেছেন। প্রকৃত বিশ্বাস দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইলে তবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সক্ষম হই। জীবাত্মা সর্ব্বদাই ব্রহ্মপিপাসু। বিশ্বাস প্রভাবে তাঁহার মহৎ ভাবগুলি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলে, আমাদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব বল ও দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষার অধিষ্ঠান হয়; তখন প্রাণ পরব্রহ্মের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া আকাশ, পাতাল, পৃথিবী অনুসন্ধান করিতে থাকে। পৃথিবীর সমুদয় সাধুমণ্ডলী তাহাই করিয়াছেন। কেহ রাজ-সিংহাসন, রাজ-সম্পদ পদে দলিয়াছেন, কেহ পর্ব্বতে মস্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিতপাত করিয়াছেন, অশেষবিধ লোমহর্ষণ অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস তাহা ব্যক্ত করিতেছে। প্রাণ ব্যাকুল হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার পথ পরিস্কৃত হয়। এইরূপ ব্যাকুলতার ভাব আসিলে ক্রমে তাঁহার সহিত এই আত্মার একটি নিগূঢ় অধ্যাত্মযোগের সংস্থাপন হয় এবং ইহা দ্বারাই জীবাত্মা সেই পরম তত্ত্বে অধিকারী হইতে সক্ষম হয়।

জীবাত্মা যখন সেই পবিত্র প্রেমময় পরম পুরুষের জীবন্ত বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার সত্য, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অনন্ত এবং মহান্ স্বরূপ সকল লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার অবিশ্রান্ত মঙ্গল-ধারা যাহা অনন্তভাবে বর্ষিত হইতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা স্মরণ করিয়া, প্রাণ কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। স্বকৃত সহস্র সহস্র দৌর্ব্বল্য সকল যেন তখন বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। অনুতাপের

ভীষণাগ্নি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় জ্বলিয়া প্রাণ, মনকে দগ্ধ করিতে থাকে। এই সময় যথার্থ প্রার্থনার ভাব উথলিয়া উঠে,— এবং আরও শত শত আনন্দ হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। প্রত্যুতঃ তখন হৃদয় এক অননুভূত আনন্দ-প্রবাহে আন্দোলিত হইতে থাকে।

উপাসনার অর্থ, ব্রহ্মের নিকট উপবেশন। তিনি অনন্ত গুণশালী, তাঁহার সমীপস্থ হইবার চেষ্টা করিলে, আমাদের উন্নতির অবধি থাকিবে না। তাঁহার জ্ঞান এবং প্রেমের এক বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া কত জ্যোতির্ব্বিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ, পদার্থবিৎ, বিজ্ঞানবিৎ, কত প্রেমিক, ভক্ত জগতে মহা মহা আধ্যাত্মিকা লাভ করিয়াছেন। একারণ তাঁহার উপাসনা ব্যতীত আমাদের আত্মার অস্তিত্বের পূর্ণত্ব বা আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর মানব জন্মের সাফল্য সাধন হইতে পারে না।

সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হইতে হইলে, তাঁহারই প্রতি সত্য জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তৎপরে তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাস বলবতী হইলে, তিনি যে প্রেম, পুণ্য ও পবিত্রতার জীবন্ত আকর, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সেই মহান্ পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতাতে বিশ্বাস বল-বতী না হইলে, উপাসনার গূঢ়ত্ব ঘনীভূত হইবে না। সেই চিন্ময় মহানাত্মার যতই সমীপবর্ত্তী হইব, ততই তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘনীভূত হইবে। তিনি অন্তরতম—এই সম্বন্ধ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার মঙ্গল ভাব ও মঙ্গল সংকল্প সকল বিশেষ-রূপে ধারণা করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ সকল হৃদয়ে ধারণা করিয়া তাঁহার উপর অবিচলিত বিশ্বাস সহকারে তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ মানব জন্মের প্রকৃত সুখ, এবং আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে না। এজন্য ব্রহ্মোপাসনাই জীবাত্মার প্রাণ স্বরূপ। ব্রহ্মোপাসনার চারিটি অঙ্গ সর্ব্ব প্রধান, যথা, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা।

উদ্বোধন।

দুর্ব্বল আত্মাকে জীবন দান করিবার জন্য উদ্বোধন একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্বোধন ব্যতীত আত্মার সাংসারিকতা এবং জড়তা বিদূরিত হয় না। এইরূপ উদ্বোধন করিতে করিতে, আত্মার প্রধানতম বৃত্তি সকল পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তখন ব্রহ্মারাধনার নিমিত্ত আত্মাকে বিনিবেশিত করিতে হইবে। ব্রহ্মের জীবন্তস্বরূপ সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে মন, প্রাণ এবং হৃদয়, ভক্তি ও প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। তারপর ব্রহ্মধ্যান, তারপর প্রার্থনা।

সংসার ভারাক্রান্ত মানব সর্ব্বদা সাংসারিকতাতে উন্মত্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, এজন্য ঈশ্বরের নিকট কৃপা ভিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। নির্জীব আত্মাকে সজীব করিতে হইলে উপাসনা তত্ত্বের যে প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ, উদ্বোধন,—তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার আশ্রয়ে আমরা জীবিত রহি-

য়াছি, প্রাণধারণ করিতেছি এবং অশেষবিধ সুখে কালযাপন করিতেছি,—তাঁহাকে পাইবার জন্য যদি ব্যাকুল না হই, তাহা হইলে আমাদের জন্মই বৃথা। আমরা সেই অমৃতের সন্তান—অমৃত লাভের অধিকারী, কিন্তু সেই অমৃতকে ভুলিয়া, অসার সংসার মোহে মজিয়া মত্ত থাকিলে চলিবে না। তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত হইতে হইবে। উপাসনায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে উদ্বোধনের প্রয়োজন, এই জন্য যে—বিবেক, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতি আত্মার প্রধানতম বৃত্তিসকল ইহাতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে।

আরাধনা।

আরাধনা অর্থ ভক্তি। ভক্তিই আত্মার স্বাভাবিক ভাব। এই ভক্তিবৃত্তি দ্বারাই সেই অনাদ্যনন্ত পূর্ণ ব্রহ্মকে আমরা ভক্তিভাজন বলিয়া বিশ্বাস করি; এবং এই জন্য আমরা স্পৃষ্টাত্মা, তাঁহার ভক্ত হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভাজন বলিয়া আরোপ করি। এই আরাধ্য এবং স্পৃষ্টাত্মা-ভক্তের পরস্পর সম্মিলন ও সংযোগ বশতঃ আত্মার যে নিগূঢ় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়,তদ্দ্বারা ভক্ত আরাধ্য দেবতাকে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ কথাকে আরাধনা কহে। আরাধনা দ্বারা অন্তরের ভক্তিভাব প্রস্ফুটিত হয়, এবং উপর্য্যুপরি সাধন করিতে করিতে এই ভাব আরও উজ্জ্বল এবং গাঢ় হইয়া উঠে। এজন্য ইহা সহজে উপলব্ধি হয় যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিসাধনই আরাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বরপরায়ণ

ভক্তের পক্ষে আরাধনাই প্রধান সহায়। আরাধনা ব্যতীত ভক্তি-ভাব উদিত হয় না। আরাধনা-তত্ত্বের মূলমন্ত্র এই ঃ—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।
শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং"।

ভক্তি গদগদচিত্তে এক একটি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, আত্মার মধ্যে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। উক্ত শ্লোকের এক একটি বাক্য, অনন্ত ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ। সাধক এই মন্ত্রের এক একটি আত্মস্থ করিয়া অতল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইবেন।

তিনি অনন্ত গুণবান, অনন্ত গুণশালী। সেই সকল গুণ এবং ক্ষমতা যতই হৃদয়ে স্থানদান করিবে, ততই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং ভক্তি-স্রোত অনন্তভাবে উৎসারিত হইতে থাকিবে। সেই সঞ্জীবিত চিরপ্রশান্ত পূর্ণানন্দময় অনন্ত দেবতা হৃদয়াধারে প্রকাশিত হইয়া সত্য, জ্ঞান, প্রেম জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া, শুষ্ক হৃদয়কে অমৃতসিক্ত করিবে। এইরূপ যতই তাঁহার সুধামাখা অমৃতস্বরূপ, আরাধনা, এবং স্তব স্তুতিতে নিবিষ্ট হইবে, ততই আমাদের অন্তরস্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান, প্রেম এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে।

আমাদের আরাধ্য দেবতা কে? সত্যং, শিবং, সুন্দরং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। তিনি ভক্তের অন্তরে "সত্যং" এই ভাবে অবতীর্ণ হইয়া, প্রগাঢ় প্রেম অর্পণ করেন। "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং"

রূপে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহার প্রতি সুগভীর ভক্তি উদ্দীপন করেন।

ধ্যান।

সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণমঙ্গল স্বরূপের আরাধনা, প্রশংসা এবং স্তব স্তুতি করিতে আমরা যেরূপ অধিকারী হইয়াছি, "সেই সর্ব্বব্যাপী জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান, চিন্তা এবং মনন করিবারও তদ্রূপ অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি ভক্তের প্রাণে সত্যং, শিবং, সুন্দরং, শুদ্ধম-পাপবিদ্ধং রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি অজস্রভাবে উদ্দীপন করিয়া দেন। তিনি ধ্যেয়, আমরা তাঁহার ধ্যাতা হইয়া তাঁহার সহিত যে মধুর সম্বন্ধ প্রয়োজন, তাহা তিনিই নিগূঢ়ভাবে আত্মাতে সংযোগ করিয়া দিতেছেন ; যদ্দ্বারা এই মধুর সম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্যানে, চিন্তনে, মননে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হইতে পারিতেছি। আরাধনার ন্যায় ব্রহ্মধ্যানও জীবাত্মার অশেষ কল্যাণদায়ক। ব্রহ্মধ্যান কি ?

সেই পূর্ণব্রহ্মের চিন্তা এবং তাঁহাকে আয়ত্ত করাই প্রকৃত ধ্যান। কিন্তু ইহা সাংসারিক কোনও বিষয় চিন্তা কল্পনার তুল্য অসামান্য নহে। সেই মহেশ্বর আমাদের "ধ্যেয়", আমরা তাঁহার "ধ্যাতা", তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া যতই তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইতে থাকিব, ততই তাঁহার ধ্যান-তত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হইব।

ধ্যানশীল ব্যক্তির পক্ষে ধ্যান যেমন তাঁহার সর্ব্বস্ব এবং ধ্যানের পক্ষে আত্মার বিশ্বাস ভক্তিও তদ্রূপ। আত্মার অস্তিত্বই ধ্যানের মূলমন্ত্র। আত্মার বিশ্বাস দ্বারাই মঙ্গলময়ের পবিত্র জ্যোতিঃ ও মঙ্গল সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। এবং এই ভাব ধারণ ও উপলব্ধি করিবার জন্য ধ্যানই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

পূর্ব্বতন মুনি ঋষি এবং সাধুরা এই মহামন্ত্র পাঠ করিতেন।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥"

প্রার্থনা।

ব্রহ্মোপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ প্রার্থনা—প্রার্থনা ব্যতীত ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হয় না। সাধক তাঁহার প্রার্থী হইলে তিনি সাধকের আত্মাতে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। জীবাত্মা সহজেই তৃষ্ণার্ত্ত। একবার প্রাণ কাঁদিলে জীবন্ত এক তৃষ্ণার ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

তাঁহার জন্য অস্থিরতাই প্রকৃত প্রার্থনা। যখন সাধকের প্রাণের মধ্যে মহা অভাব অনুভূত হয়,—তখন সেই অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। একে একে যথা সর্ব্বস্ব ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ পূর্ব্বক, শেষে "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এইরূপে আত্মোপহার প্রদান করিয়া নিরস্ত হয়েন। ইহাই প্রার্থনার একমাত্র বীজ।

প্রার্থনার ভাব হৃদয়ে জাগিলে হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে। অধীর হৃদয়ে, কাতর প্রাণে কত কথা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন। সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বয়ং ভগবানই ভক্তের অধীন।

প্রার্থনার মূলমন্ত্র "শিবং" প্রার্থনার সময় তিনি স্বয়ং পাপীর প্রাণে অধিষ্ঠিত হইয়া, পাপীর কলঙ্কিত চরিত্রে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকেন। যিনি প্রার্থনার সময় ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার "শিবং" ভাবের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। ভক্তবৎসল ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের সহায়তা আবশ্যক হয় না। ধর্ম্মযাজক বা ঈশ্বর-প্রেরিত বিশেষ কোন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, যিনি সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়কর্ত্তা তিনি স্বয়ং এই ধর্ম্মের নেতা এবং প্রবর্ত্তক। ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত কোন পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মূলক নহে।

এই ধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপ বা বাহ্য আড়ম্বর কিছুই নাই। বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু, সূর্য্য চন্দ্র, নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ পূর্ণ অনন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই ধর্ম্মের বেদ। পাঠ কর, আলোচনা কর, সেই পরম বেদ্য অখিলেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্য ধর্ম্ম। অতি সূক্ষ্মতম দার্শনিক বিচার দ্বারা প্রমাণীকৃত পরম ধর্ম্ম। ইহা অভ্রান্ত যুক্তিসম্মত এবং বিজ্ঞান ও হৃদয়সম্মত ধর্ম্ম। কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ বা অপ্রামাণ্য বিষয় কিছুই নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহা পৃথিবীর কোনও ধর্ম্ম নহে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের সত্য ইহাতে নিহিত। দার্শনিক বিচারসম্মত, সর্ব্বজাতি সর্ব্বধর্ম্ম এবং সর্ব্বলোকের হৃদয়গ্রাহী বিশ্বাস সকল ব্রাহ্মধর্ম্মে নিহিত।

এই ধর্ম্মের প্রাণ ঈশ্বর—উপাস্য দেবতা ঈশ্বর ; এবং ব্রাহ্মের পিতাও সেই ঈশ্বর। সমগ্র জগতের নরনারী তাহাদিগের ভাই ভগ্নী। ইহাতে হিংসা বিদ্বেষ বা সংকীর্ণতা কিছুই নাই। যে কোনও ধর্ম্মাক্রান্ত সাধু ও মহৎ ব্যক্তির আসন এখানে স্থাপিত আছে। কেবল সাধু কেন, সর্ব্বজনত্যাজ্য গলিতকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য প্রীতির আলিঙ্গনও উন্মুক্ত। কারণ সেই উপাস্য দেবতার প্রতি প্রীতিই এই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভীত্তিমূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের যিনি পরম সত্য, যিনি অনন্তভাবে অনন্তস্বরূপ প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন—তিনিই উপাস্য দেবতা। ইহ-জীবনে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, অনন্তকাল তাঁহাতে আশ্রিত থাকিবে। আত্মার মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই। মৃত্যুরপর সেই মহান্ ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকাল উন্নতি পথে অগ্রসর হইবে। জন্ম মৃত্যু, শোক, দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা সকলি পশ্চাতে

পড়িয়া থাকিবে, কেবল সেই মহান্ পুরুষের সহবাসে থাকিয়া আত্মা অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবে।

ব্রহ্মস্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাম্ভজামো-
বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

উপদেশ।

১। সৃষ্ট কোন বস্তুর উপাসনা বা আরাধনা করিলে পরব্রহ্মের প্রতি অবমাননা করা হইল।

২। অধ্যাত্ম দর্শন দ্বারা ব্রহ্মের দর্শন করিবে।

৩। আত্মাই ঈশ্বরাস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৪। শাস্ত্র অপেক্ষা সত্যই পরম শাস্ত্র।

৫। সৎজীবনই ধার্ম্মিকের লক্ষণ।

৬। ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তের আদর্শ কে? একমাত্র ব্রহ্ম।

৭। আপনার শরীরই ব্রহ্মমন্দির এবং জীবাত্মাই আসন।

৮। আত্মপ্রত্যয় দ্বারাই আমরা শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য ভাব জ্ঞাত হইতেছি। আত্মা কোন প্রকার পরমাণু-পুঞ্জের সমষ্টি বা ভৌতিক পদার্থ নহে; সুতরাং ইহার বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই—অমর।

৯। পৃথিবীর সমুদায় লোকই আপন, এবং ভাই ভাই—সকলকে অকপট ভাবে প্রীতিদান করিবে।

১০। আত্মার উন্নতি ও পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবে।

১১। নামে রুচি ও জীবে দয়া—ইহা সার ধর্ম্ম।

১২। আমাদের গুরু কে? ব্রহ্ম।

১৩। সত্য গ্রহণ করিবার সময় বিবেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে কারণ আত্মার কর্ণ বিবেক।

১৪। ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদই স্বর্গ এবং পাপজনিত আত্মগ্লানিই নরক।

১৫। "পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের সহবাসজনিত ভূমানন্দ'লাভ করাকেই মুক্তি কহে"।

১৬। পিতা, মাতা, গুরুজনকে অকপটভাবে ভক্তি করিবে।

১৭। পরোপকার এই মহাব্রত সর্ব্বদা অবলম্বন করিবে।

১৮। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

১৯। আপনাকে তৃণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে।

২০। প্রবৃত্তি দমন কর এবং হৃদয় পবিত্র কর।